কেন বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ?

-বিপ্লব

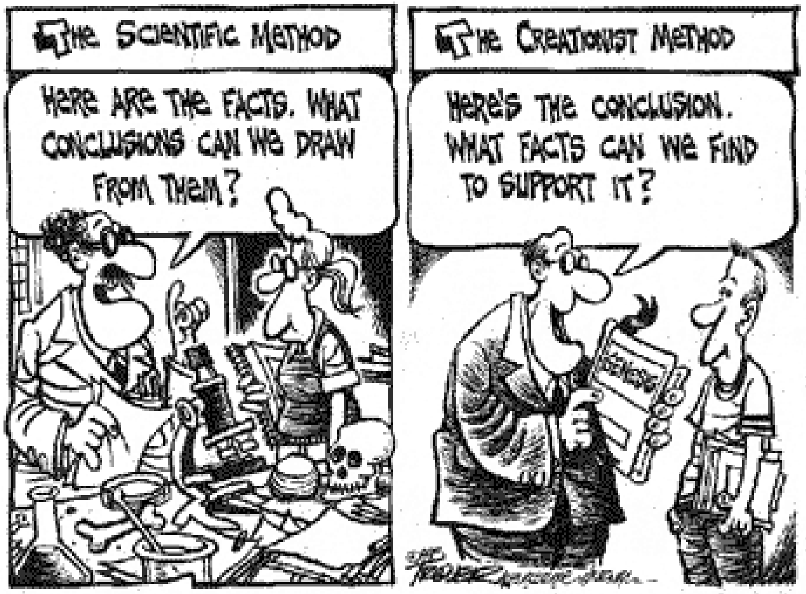

কারো কারো মনে হচ্ছে ইসলামিস্টরা যখন বোমা মেরে স্বাধীন পৃথিবীটাকেই উড়িয়ে দেবার চেস্টা করছে, তখন বিবর্তন নিয়ে মুক্তমনার মাতামাতি ঠিক নয়, বা ফলপ্রসু নয়। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক নয়। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে বিজ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার আর কিই বা আছে?

এখানে একটা ব্যাপার পরিস্কার করা দরকার। ইন্টারনেটের এক পাগল ইসলামিক সমাজতন্ত্রী প্রমাণ করার চেস্টা করছে পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থে ধর্মান্ধতা সৃস্টি করে। অতএব পুঁজিবাদ পেটালেই ধর্ম উবে যাবে! প্রসঙ্গ ক্রমে জানানো যাক ধর্ম পুঁজি বিকাশের অন্তরায়। পুঁজিবাদের ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের যুক্তিবাদ। নিজের সম্পদের বিকাশের জন্য শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত। ধার্মিক সমাজে সেটা সম্ভব নয়। তাই সেখানে ক্রেতার বিকাশ অসম্ভব। এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ধর্ম প্রাবল্যের কারণে কেন আমরা গরীব।

আরো একটা ব্যাপার পরিস্কার করি। ধর্ম মানে যদি ঈশ্বর/আল্লার অনুশাসন হয় এবং সেটা মানার অন্ধ বিশ্বাস হয়, আমি আইন করে, দরকার হলে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে এই ধর্ম বন্ধ করায় বিশ্বাসী। এব্যাপারে যুক্তি তর্ক চালিয়ে কিছু হবে না। শ্রেফ লেলিনের কায়দায় পুলিশ দিয়ে চার্চে/মন্দির/মসজিদে তালা ঝোলাতে হবে। ধর্মান্ধদের জেলে ভরতে হবে। না হলে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে। কারণ

ধর্মান্ধতার অপরাধ-মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ। কিন্তু ধর্ম মানে যদি আত্মিক উন্নতি হয়, সৎ থাকার অনুপ্রেরণা হয়, আপত্তি করার কিছু নেই। ভালো জিনিস, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটার জন্য ঈশ্বর/আল্লা/কোরাণ/গীতার কোন প্রয়োজন নেই। আমার এই কথাটা আউল বাওল সুফীদের আদি অকৃত্রিম মূল কথা।

এবার বিবর্তনের প্রসঙ্গে আসা যাক। দেখা যাক বিবর্তন আমাদের চিন্তাজগতে কি বিপ্লব এনেছে। তার আগে ভাবা যাক কেন আজ মানুষে মানুষে এতো বিভেদ।

- বংশগৌরব
- ধর্ম
- ভৌগলিক বিভেদে চামরার রং, খাওয়ার অভ্যাস, ভাষার বিভেদ
- অর্থলোভ

এর প্রত্যেকটির সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র বিবর্তনে মেলে। বর্তমানে নৃতত্ত্ববিদ্যা পুরোপুরি **Y** জীন নির্ভর। Y জীনের প্রত্যেকটা মিউটেশন ম্যাপ করা সম্ভব। এর মাধ্যমেই আমরা জেনেছি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের M154 নামে একটা সাধারণ মিউটেশন আছে। এর মানে আমাদের সবার পূর্বপুরুষ একজন পুরুষ। যাকে বৈজ্ঞানিক আডাম বলা হচ্ছে। বয়সকাল চল্লিশ হাজার বছর আগে। জন্ম পূর্ব আফ্রিকার কোন দ্বীপে। তাই বৃথা এই বংশগৌরব। জীনের মাধ্যমে সব বংশ ম্যাপ করলে, সবাই মিশছে M154 মিউটেশনে। অর্থাৎ আমরা সবাই সবার আত্মীয়।

ধর্ম নিয়ে আগেও লিখেছি, এখনো লিখছি ঈশ্বর বিবর্তনের ফসল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এরকম : গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনে বাঁচতে চাইলে সামাজিক, সামরিক আইন লাগে। যে সব গোষ্ঠিতে ঈশ্বরের ধারণা চালু ছিল, তারা গনতান্ত্রিক গোষ্ঠিদের সাথে যুদ্ধে জিতে যেত। কারণ ঈশ্বর/আল্লার নামে এককাট্টা হয়ে লড়াই করা সহজ। গনতান্ত্রিক গোষ্ঠিতে নানা মুনির নানা মত। তারা আর যুদ্ধ করবে কি? সম্প্রতি ড্যানিশ কার্টুন নিয়ে যে ঘটনা ঘটছে, সেটার সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র বিবর্তনেই সম্ভব। ঈশ্বর ভিত্তিক গোষ্ঠির সাথে গনতান্ত্রিক গোষ্টির লড়াই। আগে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে বলীয়ান ছিল না গনতান্ত্রিক গোষ্ঠিগুলি। তাই তারা হেরে যেত এবং ঈশ্বর ভিত্তিক সমাজ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিবর্তনের পরের ধাপে দেখা গেল শুধু ঈশ্বর থাকলেই হবে না। প্যাগানদের মতন অনেক ঈশ্বর থাকলে গোষ্ঠিদ্বন্দে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সৃস্টিহল একেশ্বরবাদ। ইসলাম এবং খ্রীস্ট ধর্ম - এই দুই একেশ্বরবাদী ধর্ম বহুঈশ্বরবাদী প্যাগানদের পিটিয়ে তাড়িয়ে পৃথিবীর অধিশ্বর হয়। হিন্দুধর্ম টিকে যায়। কারণ প্যাগানদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই একেশ্বরবাদ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। গীতা একেশ্বরবাদী। এবং যোদ্ধার ধর্ম। তাই একেশ্বরবাদী ইসলাম যখন আরব থেকে ইন্দোনেশিয়া দখল করে, একমাত্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম দ্বীপের মতন টিকে থাকে।

অর্থাৎ একেশ্বরবাদের বিবর্তন হয়েছে সামরিক প্রয়োজনে। ইসলাম হচ্ছে

একেশ্বরবাদের বিবর্তনের শেষ ধাপ। কারণ এখানে বলা হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীকে এক আল্লার আইনের তলায় আনতে হবে।

কিন্তু গোল বাধল চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। সামরিক শক্তি বিজ্ঞান নির্ভর হওয়ায় একেশ্বরবাদের যাবতীয় সমস্যা শুরু। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উদ্ভাবনে লাগে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ। যা ধর্মবিরোধী হতে বাধ্য। ফলে গত দুই শতাব্দীতে ইউরোপ এবং আমেরিকার ধর্মনিরেপেক্ষ সমাজগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ইউরোপে বিজ্ঞানের নবযাত্রা শুরু হল এই জন্যে যে, রেনেসাসের প্রভাবে সেই সমাজে প্রথম রাষ্ট্র ধর্মমুক্ত হয়।

যেমূহুর্তে ঈশ্বর সামরিক শক্তির উৎসের বদলে অবনতির কাজ করবে, বিবর্তনের পথে সে হবে অবলুপ্ত। তার মানে অবশ্য এই নয় আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু হবে। বর্তমানে হিন্দুধর্মের নানান গুরুরা ঈশ্বরভিত্তিক ধর্মের বদলে আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ধর্মের দাওয়াই দিচ্ছেন। যার পথপ্রদর্শক গৌতম বুদ্ধ। অর্থাৎ ঈশ্বর অবলুপ্ত হওয়ার বিবর্তনের ধাপ সমাগত।

ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের লড়াইটাও বিবর্তনের এই পথেই ভাবতে হবে। এই বিরোধের ফলে ইসলামের সাথে ধর্মনিরেপেক্ষ সমাজগুলির সংঘর্ষ আরো বাড়বে। এবং প্রথম ধাপে ইসলাম সামরিক দিক দিয়ে পরাজিত হবে। এই পরাজয়ের অবমাননা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন। এই তাগিদ থেকেই ইসলামে সংস্কার আসন্ন। এবং সংস্কারের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাভিত্তিক ইসলাম থেকে আধ্যাত্মিক ইসলামে উত্তরোন। অর্থাৎ যে ইসলাম আল্লা, মোল্লা, মসজিদ, হজ্জ্বকে বাতিল করে আত্মউন্নতি এবং জ্ঞানার্জন কে মানবে প্রকৃত ধর্ম হিসাবে। ধাপে ধাপে বিবর্তনের যে পথে ঈশ্বর/আল্লা এসেছিল, সেই পথেই সে নির্বাসিত হবে।

এবার আসা যাক সংস্কার বিবর্তনে। গরমদেশের লোকেরা ঝাল থেকে পছন্দ করে। কারণ এতে ঘাম ঝরে। কিছু আরাম লাগে। তাই আমাদের খাদ্যাভাসে ঝাল মশলা বেশী। আবার আমাদের ভাষায় দীর্ঘশ্বাস বর্ণ কম। আমাদের ধ্বনি হ্রস্ব। এর কারণও উষ্ণ পরিবেশ। শীতল পরিবেশ দীর্ঘশ্বাসে কথা বললে শরীর গরম রাখা সম্ভব। এই কারণেই ইন্দো ইউরোপিয়ান থেকে ল্যাটিন এবং সংস্কৃতের রূপান্তর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিত্তিক বিবর্তন।

প্রাইম (ল্যাটিন)-প্রথম(সংস্কৃত)
পিটার (ল্যাটিন)-পিতা (সংস্কৃত)

লক্ষ্য করে দেখুন, সংস্কৃতে ধ্বনিটি হ্রাস করা হয়েছে। কারণ সংস্কৃত বিবর্তিত হয়েছে উষ্ণতর এলাকায়।

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য, সেটাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে

বিবর্তন।

আর অর্থলোভ? সেটাও কি বিবর্তন? মানুষতো অর্থ নিয়ে মরে না। তাহলে খাওয়া পড়ার সমস্যা মিটে গেলে মানুষ কেন আরো অর্থ চাই? সেটা কি নিজের জন্য? না সন্তানের জন্য?

গবেষণায় দেখা গেছে যেসব সমাজে, উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই, সেখানে মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা কম। সম্পতিতে সন্তানের উত্তরাধিকারই অর্থলিপ্সার জন্য দায়ী। রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জীনের তত্ত্ব ছারা এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যাইহোক মোদ্দাকথা হচ্ছে বিবর্তন ছারা আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। বিশ্লেষণ দিকভ্রষ্ট। যারা এটা বোঝেন না, তাদের লেখাও বিবর্তনের পথেই অবলুপ্ত হবে।